লিপি

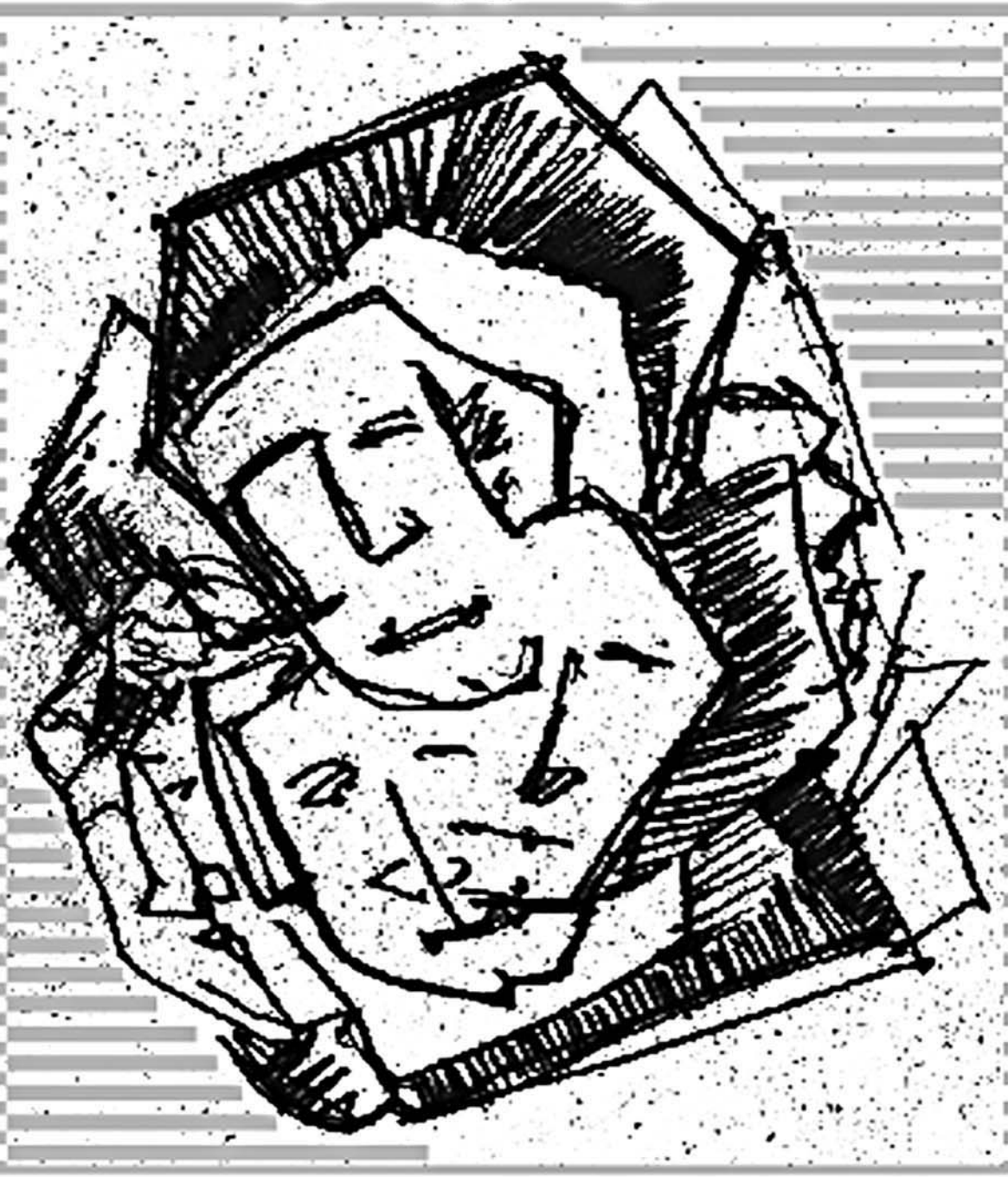

খেরোখাতায় স্বপ্ন আঁকি নিরন্তর...

লিপি

খেরোখাতায় স্বপ্ন আঁকি নিরন্তর...

লিপি

খেরোখাতায় স্বপ্ন আঁকি নিরন্তর...

বর্ষ ১। পর্ব ২। মাঘ ১৪১৮

~: সম্পাদনায় :~

রেজওয়ান তানিম
বাবুল হোসেইন
মলয় দাস

প্রচ্ছদ : রাজীব চৌধুরী

ই-বুকে প্রকাশিত কোন লেখা সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে লেখকের পূর্ব অনুমতি ছাড়া কোন মাধ্যমে প্রকাশ নিষেধ।

উৎসর্গ

ভীষণ রকম নিভৃতচারী প্রিয় দুজন মানুষকে
যারা কবি হিসেবে আমাদের শ্রদ্ধেয়
কিন্তু মানুষ হিসেবে অনেক বেশি কাছের

ফাহাদ চৌধুরী
দীপন চক্রবর্তী শিরীষ

যা বলার ছিল

খুব বেশি বলবার নেই। এটুকুই বলব, সাহিত্যপত্র **"লিপি"** ২য় ইস্যুর প্রতি পাঠকেরা যে ভালবাসা দেখিয়েছেন তা আশাতীত। কবিতাকে ভালবেসে করা এই সাহিত্যপত্রের প্রতি পাঠকের সুদৃষ্টি আমাদের আশান্বিত করেছে। অনেকেই লিপি না পেয়ে ফিরে গেছেন, তাই পাঠকের প্রত্যাশা পূরণে এই ই-বুকের সৃষ্টি।

পত্রিকায় সময়স্বল্পতা হেতু যে সব ভুল ভ্রান্তি ছিল, তা দূর করা গেল। আশা করছি, লিপির এই ই-বুক সংস্করণ আপনাদের ভাল লাগবে। কবি ও কবিতাক্রম পৃষ্টায় প্রতিটি কবিতার শিরোনামে ক্লিক করেই সরাসরি কাঙ্খিত কবিতার পাতায় যাওয়া যাবে ও ⊙ এই চিহ্নিত আইকনে ক্লিক করে প্রথম পাতায় ফেরা যাবে।

রেজওয়ান তানিম
বাবুল হোসেইন
মলয় দাস

কবিতা ও কবিক্রম

বালিকার প্রজাপতিপ্রেম এবং মৃত্যু	মাহমুদুর রাহমান নাহোল
স্বদেশ	বাবুল হোসেইন
মৌলিক ছাপচিত্র	লিখন
শিরোনামহীন	কৃষ্ণ কুমার গুপ্ত
আমাদের সংবেদী গ্যারেজ	অমিত চক্রবর্তী
নির্বাসন	মলয় দাস
ফণীমনসা	শাকিলা তুবা
নষ্ট সময়	রেজওয়ান তানিম
বৈষম্য	হানিফ রাশেদীন
বিষণ্নিনা	স্বদেশ হাসনাইন
ঘুমসময়ের সেচ্ছাচারিতা	ফাহাদ চৌধুরী
মধ্য রাতের ট্রেন	দীপন চক্রবর্তী শিরীষ
শুকনো পাতার মরমরানী	অনিকেত রায়হান
তোলপাড়	মাহি ফ্লোরা
কবিতা	সাবরিনা সিরাজী তিতির
জীবন	সুপান্ত সুরাহী
স্মৃতি কাতর	সোহরাব সুমন
যদি মিলে যায় সোনারোদ্দুর	ত্রাতুল
যন্ত্রনা	রাজীব চৌধুরী
সমর্পিত আত্না	জামিনদার
দোহাই	কবির য়াহমদ
নরম ধোঁয়া!	শাহেদ খান
হেমন্তের গান	ডা: সুরাইয়া হেলেন

বালিকার প্রজাপতিপ্রেম এবং মৃত্যু

মাহমুদুর রাহমান নাহোল

বালিকা, কবিতা লিখত
ঝিলমিল দিনে নরম গালে আঁকত রোদ
শিশির ভেজা রাতে গাইত ঘাসের কলহের গান
পায়ের আলতায় সর্বনাশ!

বালিকা, জলের মধ্যে সমুদ্র দেখত!
রোদের ছোঁয়ায় বাতাস
বালিকার,
প্রজাপতির সাথে প্রেম হয়েছে জোছনা বিলাসে
নিয়তবন্দী প্রজাপতি!
অনতিক্রমে!

সময়ের অবিশ্লেষিত আয়নায়
জ্যোতির্ময় অনুভবের ডুবসাঁতার
অষ্টম রজনীর শেষ ভোরে
তার চোখের মধ্যে মৃত্যু!

প্রজাপতির মৃত্যু !!

স্বদেশ

বাবুল হোসেইন

এইখানে আমার জন্মের আর্তি শুনেছিলো মাটি
এইখানে আমি মানুষ, অগণিত কষ্টচিহ্ন পায়ে মাড়িয়ে।
জননীর মাটিগন্ধী গা, সোদাময় স্নেহের ধারা
ঠিক এইখানে প্রবাহিত আজন্মকাল।

বস্তুত আমি মাটি,
মৃত্তিকার নরোম দলা
এই মাটিতে মিশে আছে আমার চিৎকার সকল
পূর্বজন্ম ও পরের জন্মের সমূহ আকুতি।

মৌলিক ছাপচিত্র

লিখন

কবন্ধ সময়ের দাবি আমার কাছে
নীল টাই, লাল জুতো, সর্ষে দানার মতোন
মিহি মিহি স্বপ্ন নামের ফুল, সব ভুল!
এখন পরিমাপের একটাই ভাষা,
জাগতিক উৎকর্ষ। ভেবে পাইনে,
কোন পথে যাবো আমি, এতো ধা ধা
এতো কলরব পেরিয়ে কিভাবে ঠাঁই হবে
একটা মৌলিক সরণিতে, আপন পেক্ষাগৃহে
সব সময় দেখি, নিজেরই মুখ, আর
মুখ নিঃসৃত বাণী দিয়ে তৈরী চিত্রকল্প
যার কোন বৈষয়িক প্রবৃদ্ধি নেই সত্য
আর মিথ্যেই বলি কিভাবে, এই
আমি তো জানি, কতোটুকু বাস্তবতায়
পুড়লে, এমন দৃশ্যপট মাথায় আসে
আর, আর তৈরি হয় জীবনের
মৌলিক ছাপচিত্র !!

শিরোনামহীন

কৃষ্ণ কুমার গুপ্ত

পথ ভুলেছে পথিক, রৌদ্র করোটির ভ্রমে
মরীচিকার স্থায়িত্ব জীবনে
শোনেনি কখনো মেঘবারতা।

কৃষ্ণ দীঘল কেশ তোমার
থাকো না কোনো জলে
ভেজোনি কভু বৃষ্টি দিনে
বৃষ্টি তোমার হৃদয় মাঝে, পাওনি দেখা।
মেঘ পেল না জলের দেখা
যদিও মেঘের মাঝে বাস জলেদের!

আমাদের সংবেদী গ্যারেজ

অমিত চক্রবর্তী

সাইকেলটা হেলানো আছে
দেয়ালে- যেখানে কখনো রোদ
ওঠেনি, বৃষ্টিও নামে নি
বিষন্ন টুলবক্স তার কাছাকাছি
চুপচাপ বসে- সরঞ্জামের বিবিধ বিমূঢ়তায়
টায়ার দুটিও হেলে যাচ্ছে ক্রমশ
ভ্রমণবিমুখ এক শূন্য ঘূর্ণনে
মনখারাপের বিকেলেরা
নিমগ্ন প্যাডেলের উপর
রেখে যায় সন্তাপের দাগ
ভুলে যাওয়া ঘাসের ঘ্রাণ

শূন্যতা খুব অর্থহীন হয়ে ওঠে
আমাদের সংবেদী গ্যারেজে

নির্বাসন

মলয় দাস

শাওনের পূর্ণ কোন চন্দ্র-রাতে
বিরহ দাপানো এক হৃদয় ক্ষতে
সাক্ষর রেখে গেলে অষ্টাদশী কোকিল
গ্রাম্যতা মুছে ফ্যালে শহুরে সুনীল।

খরা দাগ মুছে গেলে নন্দকুজায়
শেষ উষ্ণ আলিঙ্গনে দু'হাত বাড়ায়
খুব জোড় তেজে হেঁকে উঠলে পৌয়-চিতা
দাঁড়ি টেনে বন্ধ হয় বিধির-খাতা।

পোষা পাখি ছেড়ে গেলে সিংহাসন
আমরা বুকে পুষি অন্ত-নির্বাসন।

ফণীমনসা

শাকিলা তুবা

রূপসী সন্ধ্যার কথা কখনো বলা হয়নি
নীলাচল বিলুপ্ত হয়ে আসা সন্ধ্যা;
পরী ডানার লোমশ রেশম আটকে থাকে যেখানে
ইদানিং ভুল স্বপ্ন নিয়ে এইসব সন্ধ্যা আসছে।

যুদ্ধটা শুরু হবার আগেই শেষ হয়ে যাচ্ছে
শোনা গেল তেমন যোদ্ধার অভাব ঘটেছে বাজারে
অভিধান ঘেঁটেও খুঁজে পাই না যুতসই কোন শব্দ
যা দিয়ে ক্রমাগত ঘায়েল করা যায় নপুংসকের নাম।

মন্ত্রবলে যদি রক্ষা করা যেত নিম্নচাপ
উচ্চাঙ্গের সমস্ত গীত গেয়ে যেত বন বালার দল
এমন হয়নি বলে আমরা রাতের ভেতর শুই
সন্ধ্যা বেলাটা কেবলি ফাঁকি দিয়ে যায়।

কিছু কিছু স্রোত এমনই বিরহী ধাক্কা দিয়ে যায়
কিছু রাত নিজের ভেতর রূপসী সন্ধ্যা লুকিয়ে ফেলে।

নষ্ট সময়

রেজওয়ান তানিম

পচে যাওয়া সময়ের কালো বিছুটির সাথে
অন্ধ যে বালক, পেতেছিল কাল
বিবর্ণ বাসর; কেউ তারে
বলে যায়নি এসে- নগ্ন রাত আমাদের
উলঙ্গ করে আরো।
অন্ধকার মানে নষ্ট অতীতের ঘোর লাগা সঙ্গম!

নিয়তিবন্দী বালক
এখন একাকী ভীষণ, নিজে পোড়ে আর
সুখফড়িঙের পাখনা পোড়ায় !

বৈষম্য

হানিফ রাশেদীন

সত্যিকারের মানুষ
শূন্য চোখে নিষ্প্রাণ দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে;
(একদিন দেখেছিলাম রঙের–দুর্ভিক্ষ নিয়ে আঁকা)
কেউ মনের সাধ মিটিয়ে ঘুমায়;
না, আকাশ-কুসুম স্বপ্ন কিংবা নাটকের কথা বলছি না।

অন্ধ নন ঈশ্বর, অথচ আমরা দেখি–
দেখতে হয় আমাদের অজস্র উদ্বিগ্নতায় ঠাসা সহস্র চোখ
বিষময় হয়ে উঠছে নিদারুণ আবহে;
কে জানে কী আছে তাঁহার মনে!

'আমাদের কপাল পোড়া'–
এই বলে কত আর কপালের দোষ দেব
এবং নিশ্চল বৃত্তে ঘুরে মরা মনকে শিশুবুঝ দিয়ে রাখব–
ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন।

আহ্! আমি যদি ঈশ্বর হতাম–
মেঘাবৃত ভ্যাবাচ্যাকা চোখে নির্ভরতার প্রতিশ্রুতি জ্বালিয়ে
নিঃশর্তে বাড়িয়ে দিতাম দু'টি হাত।

বিষণ্ণিনা

স্বদেশ হাসনাইন

বিষণ্ণিনা, নৈশব্দের ডাকে কি ঘুম দেশে গেলে
কি পেয়েছ তুমি একা
উচাটন গান
চাঁদ হলুদ ঝাপসা মেঘে ঢেকে গেল আসমান,
ভাঙা শিরিষ কাঠের ভায়োলিন
বুকে চেপে বেত ফলের চোখে বেহালবাদক বসে আছে। ন্যাপকিনে জ্যোৎস্না মুছে
ফেল্টের মত গাছের সবুজে, শিশিরের মত বিষণ্ণিনা

ঘুমসময়ের স্বেচ্ছাচারিতা

ফাহাদ চৌধুরী

সিসিফাসচাকতি জ্যোৎস্নায় ডুবে গেলে
আলেয়ার ভিজে ওঠা মাঠে
গলে যাওয়া সময় বিমূর্ত হয় মহাকালের মিউজিয়ামে,
মেঘের বুরুজ ভাঙ্গে
নিমোসিনের বেলোয়ারী স্মৃতির ময়ুর-নীলিমায়
উকিঁ দেয়া বাঁকা চাঁদ কাস্তের অবতলে,
উপচে পড়ে রাত্রি পেয়ালায় সাদা মদ,
কঁচিঘাসের বুকে মৃত্যু-ঘুম আসে নিশুতি জ্যোস্না রাতে।

নিঝুম ঝিঁঝির ঘুমপথের রাত্রি-পারাবার
অদৃশ্য হয় তিমিরের খেয়া, সবুজ অন্ধকার;
সোনালী চিলের ডানায় ভর করে
মেঘের ব্লেডে কেটে যাওয়া পলাতকা রাত্রি-পরবর্তী দৃশ্যগুলো;
অপাপবিদ্ধ আলোর ফুলকি অলকগুচ্ছ বেয়ে নেমে আসে
শব্দবিহীন প্রান্তরে, জ্বর মুখের অনাস্বাদে।

সোনালী পাহাড়ের নিরুত্তাপ অভ্যর্থনায়,
ভীড় করে পিপঁড়ার ঝাঁক গলিত সূর্য-ঘড়ির ক্যানভাসে,
মৃত চন্দন-শাঁখায় ক্লান্তিতে নুয়ে পড়ে সময়ের একমুখী প্রক্ষেপক,
সমুদ্রদানবের চোখে কবি খুঁজে ফেরে নিজ প্রতিবিম্ব,
মনের ভিতর যুদ্ধ চলে বোধাতীত ঘুমসময়ের স্বেচ্ছাচারিতায়।

মধ্য রাতের ট্রেন

দীপন চক্রবর্তী শিরীষ

জোনাকগহন পথে
ধূপ ধোয়া বাতাসের দিকরেখা
ধরে ধরে হেঁটে গেছি;
অরণ্যানী
আকাশে কি পাতালে
মনে নাই

মধ্যরাত্রির প্রজ্বলিত তারার
হীরকদীপালী দেখে দেখে
ধ্বংস ব্যাবিলন হাতের বাঁ দিকে ফেলে
ক্ষীপ্র গতিতে
পদ্য-সুরা-পুণ্যের জাফরান, দেহ আর আন্তায়
পিষে ফেলি - পৃথিবীর ডাক ভুলে যাই
সময়ের গ্লেসিয়ারে ঠিকরে ওঠে চোখের আগুন
লুমিনাস অরণ্য মায়া...
তারপরে ছাই

কবরের গাছ থেকে ঘুঘুডাক তীব্রতর হয়
খোলা জানালার পর্দায় উড়ে বসে সাগরের নুন
অপরিচিতের কোলে শঙ্কিত শিশুর মত কুঁকড়ে যাই
আমি পেলিক্যান পাখির সন্তান
রাত ভ্রমণের সন্তাপ বুঝি নাই---

রাত একটা কুড়ির ট্রেন থেকে এখনও তীব্র ভেসে আসে
পদ্য-সুরা-পুণ্যের হুইস্যাল !
করাত তীক্ষ্ণ সব আড়াআড়ি ছায়া
আমি চিনি সব পরিহাসপ্রবণ ষ্ট্রিটল্যাম্প

সার সার রূপান্তরিত ক্রুশ পেরিয়ে ছাড়িয়ে
সময়কে খণ্ডবিখণ্ড করে এই বুক চিড়ে ছুটে চলে
মধ্য রাতের ট্রেন.....

শুকনো পাতার মরমরানী

অনিকেত রায়হান

চোখের নিবিড়ে ক্ষোভের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ
মনের কপাটে বিস্ফোরিত গ্রেনেডের এলোপাতাড়ি ভগ্নাংশ
উনুনের তাপ ললাটের ভাঁজ দিয়ে ঘাম হয়ে ঝরে
পথ চলে, পা চলে না
যেন আসন্ন গন্তব্য দৃষ্টির অনুকূল হতে
দূরে সরে যেতে যেতে সহস্র ক্রোশ ছাড়িয়ে গেছে
অনিয়মের খেসারতে

অস্ত্রের মুখে কঙ্কাল বশ করে কত কাল?

রক্ত যখন ফুটন্ত জলের মত টগবগিয়ে কথা কয়
স্পন্দন যখন জোয়ার বেলার সমুদ্রের মত উতলা- উত্তাল
তখন, অন্দরমহলের আয়েশী মজলিস থেকে
মাথা মোটা গোছের 'কু' বার্তা যাই আসুক না কেন;
মহুর্তেই তা মজুরের কাস্তে ও লাঙলের ফলায়
ক্ষতবিক্ষত হবেই হবে

ইটের পরে ইট গোছান আলিশান ইমারত
থেকে শোকের আবহ শ্মশানে পৌঁছবে।

তোলপাড়

মাহি ফ্লোরা

জোনাকি তোলপাড় তোলো, এভাবে আর কত!
বনের সন্ন্যাসীও ঘরে ফিরে আসে।
ঘর বাঁধো জোনাকি, এভাবে আর কত?
বৃষ্টিরা শোধ দেবে সমস্ত পাওনা।
জোনাকি আমার গলার ফাঁসটা খুলে দাও।
পাহাড় থেকে যেন দেখি, ভাল আছো, সুখে আছো ঘরে।
জোনাকি আলোটা জ্বেলে রেখো প্রতিরাতে।

কবিতা

সাবরিনা সিরাজী তিতির

শব্দহীন একটা কবিতা লিখবো আজ ,
প্রথম লাইনে থাকুক নিরবতা
তারপর একটা ভাঙা সাঁকো , নিচে শুকনো চর ।
কয়েকটা দস্যি ঝরা পাতা নাহয় আসুক লেখায় ।
একটা সুর দাও না এনে ,
কষ্ট করে দূর পাহাড়ে যেও
কিছু প্রতিধ্বনি পাবে ,
ওদের ছুঁয়ে দিও সুর হবে ওরা ।
মিষ্টি কিছু গন্ধ দিয়ে লিখি ?
সুঁই চড়-ইয়ের গন্ধ ভালো লাগবে ?
না সমুদ্র ফেনা ?
এই তো আমার কবিতা ,
আমি আছি তুমি আছো
বাদ যায়নি তো কেউ ।
শুধু তুমি একবার পড়ে দেখো
অমনি এক নিমিষে ওটা কবিতা হয়ে যাবে !

দোহাই

কবির য়াহমদ

পরিস্রুত জলের দোহাই
এখানে একদিন মাংসের হোলিতে মেতেছিল আশ্চর্য যুবা
গলিপথে তার চকিত চাহনি অথবা আচানক শিকড়,
কত জল বয় শিরা ধরে আচানক ঢঙে
আমি কী জেনেছি তার ছলা একান্ত সময়ে মাংসাশী হয়ে!

এভাবে দিন বয় দিনের পথ ধরে
বয়সের ভারে পেকে আসে মাথার চুল
কমে আসে কব্জির জোর, ভাবনা সমূহ
দিনের কলা তীব্রতায় নিশুতি রাত
হেঁকে যায় আলগোছে রাতজাগা পাখির ঠোঁটে!

স্মৃতি কাতর

সোহরাব সুমন

তোমার কান্নার শিশিরে
কত কিছু যে সিক্ত হয়ে আছে... এইখানে,
আমি সেই ধুলোমাখা নোনাধরা প্রাচীন সংসারে প্রতিদিন
প্রতিটা কুঠরি জুড়ে আলো-আঁধারির নরম ছায়ার মাঝে-
একা একা হেঁটে হেঁটে
রংচটা বিবর্ণ দেয়ালের প্রতিটা দীর্ঘশ্বাস
বার বার ছুঁয়ে ছুঁয়ে, এখনো যে প্রতিদিন তোমাকেই খুঁজি;
তার পরও দিনের শুরুতে, আগের মতো করে মিথ্যে মান-অভিমানে
অনেক দূরে কোথাও চলে যাবার পর, স্মৃতি কাতর এই আমার
ঘরে না ফিরে, আমার আর কোন উপায় থাকে না !
-মনে হয়, এখনো সেই আগেরই মতো প্রচণ্ড অপেক্ষায়
পুরনো সেই আটপৌরে শাড়ির ভাঁজে, আরো কিছু চোখের জল
ক্ষণে ক্ষণে লুকিয়ে রাখছ;
বার বার শুকিয়ে যাওয়া ছেড়া ফাটা ভাঁজধরা নোনা সেই
রংচটা ক্লান্ত আচলে!
প্রতিবার আরো কিছু দীর্ঘশ্বাসে
থেকে থেকে ঘরছাড়া এই আমাকে ডাকছো
আবার সেখানে আগের মতো ফিরে যাবার জন্যে।

জীবন

সুপান্থ সুরাহী

এখানে
বসন্ত আসে
ফুলেরা যায়
নির্বাসনে

আমার টিকে থাকা
আঁতাতের অনুভবে...

যন্ত্রনা

রাজীব চৌধুরী

অনন্ত শীতের রাতে চাঁদ ঢেকে যায় কুয়াশার চাদরে
একা একা ঝিঁ ঝিঁ পোকা ও ডাক ভুলে যায় কোন এক সময়
আমি সেই একাকী শীতের ভেতর কুয়াশায় হারিয়ে যাবার স্বপ্ন দেখি
স্বপ্ন দেখি দূর নীল নীলিমার মাঝে একাকী হেটে যাব চলন্ত রেলের দিকে
হাত বাড়িয়ে টেনে আনব মৃত্যুকে
আমি কাল গুনি কখন আসবে মৃত্যু।

লেপের তলায় থেকে শীতের রাত কাটাতে ইচ্ছে মরে গেছে বহু আগে
বেঁচে থাকার ইচ্ছেরা ও পার হয়েছে অজানা গন্তব্যে
একাকী বেঁচে থেকে লাভ নেই বলে এক সময় থেমে যায় বটবৃক্ষের বাড়ন্ত জীবন
আমি ও সেই পথে এগিয়ে যাই- একা ছিলাম একাই আছি বলে
একবার চুমু খেতে চেয়েছি মৃত্যুর মুখে ।

আমার চুমুর ভেতর জমেছিল ছত্রাকের বাসা
সেখানে ছিল একরাশ গন্ধকের ছানা
খরা পড়েছিল অজানার মন্তব্যে
তারপর আমি যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে
ঝাপ দেই মৃত্যুর কোলে।

সমর্পিত আত্মা

জামিনদার

সমৃদ্ধ মৌনতার সাক্ষাত অবগাহনে
রক্তস্নাতের ওপারে সাঁজিত আবছা আঁধার।
অনাকাঙ্খিত অশুভ আঘাতে
ত্রিখণ্ডিত পাথরের গল্প বলি।

ভেঙ্গে যাওয়া শব্দের সূরে
খন্ডিত পাথরের অখন্ড হৃৎপিণ্ডে
পৃথিবী জয়ের উল্লাসে রচিত হয়
হাজার বছরের উলঙ্গ স্তম্ভ।

পিছনের রাশি রাশি টান
নিবৃত মোহ, কদাচিৎ ভাবনায়
অজয়ের পাল্লা ভারি।
চলে যাওয়ার কল্পিত
লোহুর দরিয়া পাড়ি দেওয়ার পর
আজ রক্তে প্লাবিত
হয় সমর্পিত আত্মা।

যদি মিলে যায় সোনারোদ্দুর

ত্রাতুল

কান পেতে শোনো সময়ের বিলাপ;
জ্যামিতিক মাত্রায় বিবর্ধন হলে
নষ্ট ইতিহাস উঠে আসে নখের দর্পণে,
নিভন্ত প্রদীপের তলে খেলা করে
একালের মেকি নাক্ষত্রিক অন্ধকার।

ইকারুস-ডানায় উড়ে যেতে যেতে
ভুল স্বপ্নের গলন্ত বিচরণ, নিভৃতে
আদিম চেতনার বুকে সুতীক্ষ্ণ রক্তক্ষরণ।

কাঁটাতারে ঝুলে থাকে সুবিচার,
শেকলভাঙ্গার গান আর গায় না
জীর্ণ শহরে নিঃসঙ্গ নির্লিপ্ত দোয়েল।

পৃথিবীর অতলান্ত চোরাবালি মেপে
সুদীর্ঘ অক্রম প্রতীক্ষার পরে-
যদি মিলে যায় একমুঠো সোনারোদ্দুর!

নরম ধোঁয়া !

শাহেদ খান

চিকন চালের ধোঁয়া ওঠা হালকা নরম ভাত
একটু ঠান্ডা খুব-ঘন-করা মুগ-মশুরের ডাল,
তাজা পালং শাকের ঝোলে খুব-ঝাল কাঁচা লঙ্কা
শীতের ওমে সুবাস ছড়ায় মিষ্টি চিকন চাল।

কাগজী লেবুর স্বাদ শুধু নয়, গন্ধও মন-কাড়া
ইছা-শুটকি, পেঁয়াজ-পাতা - খেসারী ডালের ঝোলে
চাক করে কাটা বেগুনভাজি, কাঁচা সিমের ভর্ত্তা
বেশ লাগে খেতে - তেলে পোড়ানো শুকনো মরিচ ডলে।

সাথে খানিকটা উচ্ছে ভাজা, একটু পোড়া পোড়া
ঘন করে মসলা মাখানো বাটা-মাছের-ভুনা
হালকা ঝোলে ডালের ফুলুড়ি মাছের ডিমের সাথে
'সর্ষে-বাটা-ইলিশ'- খোদা, আছে কি এর তুলনা?

জয় গোস্বামী দেখলে বলত, "থালার উপর স্বর্গ"
আমি বলি, "ভাই, এই বেলা খাই, তোরা সবক'টা সর গো"।

হেমন্তের গান

ডা. সুরাইয়া হেলেন

হেমন্তের গান শুনে
উঠে পড়ি ভোরে,
সবকিছু ঢাকা দেখি
কুয়াশা চাদরে !

ঘোমটা মুড়ি সূয্যিবুড়ি
পূব আকাশে ওঠে,
বেলা বাড়ে উঁকি মারে
হাসিমাখা ঠোঁটে !

পাকা ধানের গন্ধমাখা
বাতাস মৌ মৌ,
কোথায় যেন উঠলো ডেকে
বউ কথা কও বউ !

লিপি

খেরো খাতায় স্বপ্ন আঁকি নিরন্তর...

রেজওয়ান তানিম
বাবুল হোসেইন
ও
মলয় দাসের
সম্পাদনায়